বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

সার্কুলার নং-০৪ | জে, | তারিখ : ২১ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৫ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অধস্তন দেওয়ানী আদালতসমূহ কর্তৃক The Code of Civil Procedure, 1908 এর 89A, 89C ধারার এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২২ ধারাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনে বর্ণিত মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রতিপালনার্থে অনুসরণীয় নির্দেশিকা।

অধস্তন দেওয়ানী আদালত এবং অর্থ ঋণ আদালতসমূহে কোনো মোকদ্দমায় বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলের পর The Code of Civil Procedure, 1908 এর 89A ধারা এবং অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২২ ধারার বিধানমতে মধ্যস্থতার (Mediation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। The Code of Civil Procedure, 1908 এর 89C ধারায় উক্ত কার্যবিধির XLI আদেশ এর অধীনে মূল মামলার ডিক্রির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলসমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও মধ্যস্থতার পন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়াও The Arbitration Act, 2001 এর ২২(১) ধারায় এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ২১০ ধারাসহ অন্যান্য আইনেও মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রয়েছে।

০২। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের জুডিসিয়াল রিফর্মস কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধান বিচারপতির সানুগ্রহ নির্দেশক্রমে গত ২১ মার্চ, ২০২১ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের ৩ জে নং সার্কুলারের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে আবশ্যিকভাবে মধ্যস্থতার বিধানাবলী প্রতিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

০৩। উক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের সুবিধার্থে সংযুক্তি "বিভিন্ন আইনে বর্ণিত মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রতিপালনার্থে অনুসরণীয় নির্দেশিকা" জারী করা হলো।

০৪। সংশ্লিষ্ট সকলকে সংযুক্তি-তে বর্ণিত নির্দেশিকা মোতাবেক মধ্যস্থতা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ ও তা পরিচালনার জন্য বলা হলো।

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির আদেশক্রমে

স্বা:/-
(মোঃ আলী আকবর)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
ফোন: ৯৫৬২৭৮৫
ই-মেইল: rg@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-৪০৩৩ | জে, | তারিখ : ২১ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৫ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,---------- (সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, ---------- (সকল)।
৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।
৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।
৬। বিচারক(জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।
৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।
৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল)।
১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ---------- (সকল)।
১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত ----------(সকল)।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ

১৪। বিচারক (জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা ।
১৫। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,..... (সকল) ।
১৬। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য়, কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
১৭। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল..... (সকল) ।
১৮। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা ।
১৯। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা ।
২০। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা ।
২১। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা ।
২২। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা ।
২৩। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা ।
২৪। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা ।
২৫। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ... (সকল) ।
২৬। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা ।
২৭। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা ।
২৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
২৯। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা ।
৩০। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ।
৩১। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ।
৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ।
৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম ।
৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ।
৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা ।
৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা ।
৩৭। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল) ।
৩৮। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল) ।
৩৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি----------(সকল) ।
৪০। আইন কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
৪১। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা ।
৪২। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল/শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল.....(চেয়ারম্যান মহোদয় সমীপে উপস্থাপনের অনুরোধসহ) ।
৪৩। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম ।
৪৪। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি ।
৪৫। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার..... (সকল) ।
৪৬। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব/একান্ত সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা ।
৪৭। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।

05.06.2022

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী রেজিস্ট্রার (বিচার) (ভারপ্রাপ্ত)
ফোন: ৯৫৬১৯৩২ ।

সংযুক্তি-

বিভিন্ন আইনে বর্ণিত মধ্যস্থতা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রতিপালনার্থে অনুসরণীয় নির্দেশিকা, ২০২১

১। দেওয়ানী মোকদ্দমায় লিখিত জবাব দাখিলের পর আদালত শুনানি মুলতবি করে বাধ্যতামূলকভাবে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং মধ্যস্থতা সংক্রান্ত শুনানীর জন্য একটি তারিখ ধার্য করবেন। উক্ত তারিখে বাদী, বিবাদী কিংবা পক্ষগণ চাইলে তাদের আইনগত প্রতিনিধি বা তাদের আইনজীবী স্বশরীরে আদালতে হাজির থাকার জন্য আদালত লিখিত নির্দেশ দিবেন।

২। মধ্যস্থতা সংক্রান্ত শুনানীর নির্ধারিত তারিখে মোকদ্দমার বাদী, বিবাদী কিংবা তাদের আইনগত প্রতিনিধি বা তাদের আইনজীবী স্বশরীরে আদালতে হাজির হলে আদালত পক্ষগণ বা তাদের আইনগত প্রতিনিধিকে মধ্যস্থতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাসমূহ ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন:

(ক) বৈশিষ্ট্যসমূহ:

(১) মধ্যস্থতা শুরু হলে তার মাধ্যমেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। মধ্যস্থতার আলোচনা শুরুর পর যদি দেখা যায় বিরোধীয় বিষয়টিতে পক্ষসমূহের অবস্থান এমন অনমনীয় যে কোনো মধ্যস্থতা সম্ভব নয়, অথবা মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি কোনো পক্ষের জন্যই অনুকূল কোনো অবস্থানের সৃষ্টি করছে না, তাহলে সেই পর্যায় হতে পুনরায় প্রচলিত আইনে মোকদ্দমার কার্যক্রম চালু করা সম্ভব। কিন্তু মধ্যস্থতার আলোচনা একবার শুরু হলে অনেক ক্ষেত্রেই পক্ষগণ আর প্রথাগত মামলা পরিচালনার কার্যক্রমে না গিয়ে মধ্যস্থকারীর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে আগ্রহী হবেন। এমতাবস্থায়, পক্ষগণের অন্তত একবার মধ্যস্থতার জন্য আলোচনায় বসা উচিত।

(২) মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে পক্ষগণ নিজেরাই নিজেদের পক্ষের মধ্যস্থতাকারী নির্বাচন করতে পারবেন। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় পুরো বিষয়টিতেই পক্ষগণের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে।

(৩) পক্ষগণ আদালত বা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয়টি মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে চাইলে এ বাবদ তাদের কোনো খরচ বহন করতে হয় না।

(৪) অন্য ক্ষেত্রে দরিদ্র ও অস্বচ্ছল পক্ষগণ প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণসাপেক্ষে মধ্যস্থতা বাবদ খরচ আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার নিকট হতেও লাভ করতে পারে।

(৫) মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতাকারী কোনও সিদ্ধান্ত প্রদান করেন না, বরং তিনি পক্ষগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেন। এক্ষেত্রে পক্ষগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা থাকে।

(খ) সুবিধাসমূহ:

(১) **মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় গোপনীয়তা বজায় থাকা:** মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় যে কোনো পর্যায়ে পক্ষগণের মধ্যে যে আলোচনাই হোক না কেন বা যে দলিল-প্রমাণই উপস্থাপন করা হোক না কেন, তার গোপনীয়তা অটুট থাকে এবং মধ্যস্থতা ব্যর্থ হলে মধ্যস্থতার আলোচনা আদালতে প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হয় না।

(২) **মধ্যস্থতার প্রক্রিয়াটি সহজ ও ফলপ্রসূ:** মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে পক্ষগণ বা তাঁদের নিযুক্ত আইনজীবীগণ মধ্যস্থতা আলোচনার স্থান, কাল এবং কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া নিজেরাই ঠিক করেন বলে এর কার্যপ্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও ফলপ্রসূ। এর ফলে পক্ষগণের সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়।

(৩) **মধ্যস্থতার প্রক্রিয়াটি অনানুষ্ঠানিক:** আদালতে অথবা আরবিট্রেশনে সাধারণত পক্ষগণের কথা বলার সুযোগ কম থাকে। কিন্তু মধ্যস্থতার প্রক্রিয়াটি অনানুষ্ঠানিক হওয়ায় পক্ষগণ নিজেরা নিজেদের সমস্যা বা বিরোধ নিষ্পত্তিতে অধিক কথা বলার সুযোগ পান। এর ফলে পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝির অবসানের ক্ষেত্র তৈরী হয়।

(৪) **মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে কালক্ষেপণের সুযোগ কম:** প্রচলিত পদ্ধতিগত কারণে অনেক ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর কালক্ষেপণ হয়ে থাকে, কিন্তু মধ্যস্থতার মাধ্যমে এক বৈঠকেই বিরোধ নিষ্পত্তি হতে পারে। এ পদ্ধতিতে আইনগতভাবে সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) দিন সময় প্রয়োজন হতে পারে। পক্ষগণ মতৈক্যে উপনীত হওয়ার পরে আদালত সে মর্মে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ডিক্রি/আদেশ প্রদান করতে পারেন। এতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে কালক্ষেপণের সুযোগ কম থাকে।

(৫) **মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে কোর্ট ফি ফেরতের সুযোগ:** মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে পক্ষগণ কোর্ট ফি ফেরত পাবেন। ফলে পক্ষগণের অর্থের সাশ্রয় হবে।

(৬) **মামলা পরিচালনা ব্যয় হ্রাস:** মধ্যস্থতার মাধ্যমে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক কম সময়ে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয়। ফলে মোকদ্দমার সার্বিক পরিচালনা ব্যয়সহ আইনজীবীর ফি বাবদ ব্যয় কম হয়।

(৭) **মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে স্বল্প সময় ব্যয় হয়:** আদালতে বিচার বা আরবিট্রেশনের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হলেও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা থেকে যায়। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হলে বিচারাদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বা আরবিট্রেশনের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপীল বা উচ্চ আদালতে রিভিশন হয়। এরপর আপীল বা রিভিশনের রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত আপীল বিভাগে আপীল বা লীভ টু আপীল হয়। আপীল বিভাগ আপীল বা লীভ টু আপীলে যে রায় বা আদেশ প্রদান করেন, তার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ রিভিউ পিটিশন দায়ের করে। এতে সব মিলিয়ে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা হতে পারে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হলে মধ্যস্থতার ডিক্রি/আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপীল বা রিভিশন রক্ষণীয় নয়। এর ফলে একদিকে যেমন বিরোধীয় বিষয়ের দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হয়, অন্যদিকে আপীল-রিভিশন ইত্যাদির আইনগত সুযোগ না থাকায় মামলার আর কোনো দীর্ঘসূত্রিতা থাকে না। এতে পক্ষগণের সময়, শ্রম ও অর্থের প্রভূত সাশ্রয় হয়।

(৮) **মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে জয়-পরাজয় থাকে না :**
মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে পক্ষগণ স্বাধীনভাবে নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিধায় এ ক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে জয়-পরাজয় এর প্রশ্নের উদ্ভব হয় না। এই পদ্ধতিতে win-win situation এর কারণে পক্ষগণ তাদের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।

(৯) **মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে স্থায়ী সমাধান হয় :**

মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে পক্ষগণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাদের সমাধান খুঁজে নেন বা বিরোধ মীমাংসা করেন বিধায় একই বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে বা তাদের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে পুনরায় বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ থাকে। ফলে বিরোধের একটি স্থায়ী ও সফল সমাধান হয় এবং পক্ষগণের মধ্যে সম্পর্ক অটুট থাকে।

৩। ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াবলী পক্ষগণকে ব্যাখ্যা করার পর পক্ষগণ সম্মত হলে আদালত নিজে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মধ্যস্থতার আলোচনা শুরু করবেন অথবা মধ্যস্থতার জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতিতে পক্ষগণের সুবিধামতো একটি তারিখ নির্ধারণ করবেন। আদালত একই সময়ে পক্ষগণকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের অন্য যে সকল বিকল্প রয়েছে অর্থাৎ, নিযুক্ত আইনজীবীগণের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ, জেলা জজ কর্তৃক প্রণীত প্যানেলের কোনো মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে মধ্যস্থতা অথবা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মধ্যস্থতা ইত্যাদি বিষয় পক্ষগণকে বুঝিয়ে বলবেন এবং পক্ষগণ যদি এসব বিকল্পের যে কোনো একটিকে বেছে নেয়, তাহলে সে অনুযায়ী আদালত মধ্যস্থতার জন্য পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। পক্ষগণের সঙ্গে ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট ছিল বা প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে চাকরিরত আছেন এমন কোনও ব্যক্তিকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীনে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ২২(২) ধারায় বর্ণিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করতে হবে।

৪। মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির আদেশের দশ দিনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মোকদ্দমার পক্ষগণ আদালতকে অবহিত করবেন। পক্ষগণ মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করতে ব্যর্থ হলে আদালত পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করবেন। মধ্যস্থতাকারী উক্তরূপে নিযুক্ত হওয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মধ্যস্থতা কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। উক্ত কার্যক্রম যদি ষাট দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে মধ্যস্থতার অগ্রগতি বা যথাযথ কারণ বিবেচনায় অতিরিক্ত ত্রিশ দিন বর্ধিত করা যাবে। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর বিধানমতে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ২২(৫) ও ২২(৬) ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে।

৫। মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলে মধ্যস্থতাকারী উভয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক একটি চুক্তি প্রস্তুত করবেন এবং পক্ষগণ, তাদের নিযুক্ত আইনজীবীগণ ও মধ্যস্থতাকারী তাতে স্বাক্ষর প্রদান করবেন। উক্ত চুক্তি দাখিলের সাত দিনের মধ্যে আদালত উক্ত চুক্তির আলোকে ডিক্রি/আদেশ প্রচার করবেন। বিচারক নিজে আপস-মীমাংসা করে থাকলেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে মোকদ্দমার পক্ষগণ আদালতে দাখিলকৃত কোর্ট ফি ফেরত পাবেন। মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে মামলাটি পূর্ববৎ অবস্থা থেকে চলবে।

৬। বর্ণিত মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী পক্ষগণের বিরোধ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত প্রদান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে পক্ষগণকে কোনরূপ প্রভাবিত করবেন না। তিনি পক্ষগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবেন মাত্র।

৭। বিচারক নিজে মধ্যস্থতাকারী হলে এবং মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে তিনি ঐ মোকদ্দমার বিচার করবেন না। তিনি মোকদ্দমাটি উপযুক্ত একটি এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বদলির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা জজের নিকট পাঠাবেন। কোনো আপীল মামলায় জেলা জজ মধ্যস্থতাকারী হলে এবং মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে তিনি

উক্ত আপীল মামলা বিচার না করে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করবেন। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আইন ও বিধি অনুযায়ী একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা আদালতে দাখিল করবেন।

৮। মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ায় পক্ষগণের সাথে আলাপ-আলোচনা, বিবৃতি, স্বীকৃতি বা মন্তব্য গোপন রাখতে হবে এবং তা মোকদ্দমার কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার বা বিবেচনায় নেওয়া যাবে না।

৯। সর্বোপরি মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজনে মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে পক্ষগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে বা স্বপ্রণোদিত হয়ে আদালত সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মতে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করবেন ।

০৫.০৮.২০২১

(মোঃ আলী আকবর)
রেজিস্ট্রার জেনারেল
ফোন: ৯৫৬২৭৮৫
ই-মেইল: rg@supremecourt.gov.bd